দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 05 MAY 1997
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

22

সাংবাদিক সম্মেলনে রাঃ বিঃ শিক্ষক ফোরাম

ভারপ্রাপ্ত ভিসি দলীয় নীল নকশা বাস্তবায়নের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন

রাঃ বিঃ রিপোর্টার ঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভিসির স্বেচ্ছাচারিতা, নগ্ন দলীয়করণ এবং অনিয়ম, দুর্নীতিপূর্ণ নয়া ভর্তি নীতির প্রতিবাদে রাঃ বিঃ শিক্ষক ফোরাম আহূত ধর্মঘটের প্রথম দিন শনিবার শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয়। ছাত্র শিবির ও নয়া ভর্তি নীতি বাতিল ও জোহা হলকে পুলিশ ব্যারাকে পরিণত করার প্রতিবাদে ধর্মঘট পালন করে। এদিকে শিক্ষক ফোরাম গতকাল বিকেলে কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়ায় আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত ভিসি বিশ্ববিদ্যালয়টিকে একটি দলীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার নীল নকশা বাস্তবায়নের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। যার একটি বৃহৎ প্রজেক্ট হিসেবে নয়া ভর্তি নীতি প্রবর্তন করেছেন।

ধর্মঘটের প্রথম দিনে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গায় ১০/১২টি বোমার শব্দ পাওয়া যায়। ধর্মঘট চলাকালে ব্যাংক, ডাকঘর, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, হল, অফিসসমূহ বন্ধ ছিল। কড়া পুলিশ-বিডিআর-এর সহায়তায় প্রশাসন ভবন খোলা হলেও উপস্থিতির হার ছিল শতকরা ২৫ ভাগ। কোন পরীক্ষা অনুষ্ঠানের খবর পাওয়া যায়নি। কোন ভর্তি ফরমও বিক্রি হয়নি। অনেকে ব্যাংক ড্রাফট করে ফরম নিতে এসেও পারেনি। তারা বিপাকে পড়েছে। প্রশাসনিক কার্যক্রম প্রায় অচল ছিল। পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন শাখার একটি গাড়ীর নীচ থেকে ৩টি এবং কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর সামনে থেকে একটি তাজা বোমা উদ্ধার করে। পশ্চিমপাড়া থেকে দু'জন ঘাসকাটা রাখালকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশিষ্ট শিক্ষক ফোরাম সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, অবৈধ ও বাতিলযোগ্য প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত ভিসি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে উত্তরাঞ্চলের একমাত্র উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজ চরম সংকট ও হুমকির সম্মুখীন। প্রশাসনে নগ্ন দলীয়করণ ও বাকশালী প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছেন। ভিন্ন মতাবলম্বীদের অপসারণ করছেন। দুর্নীতির অভিযোগে সাজাপ্রাপ্তদের নিয়ে অফিসসমূহ সাজিয়েছেন। সিণ্ডিকেট অনুমোদিত ও সিনেট রেটিফিকেশনের প্রক্রিয়াধীন দু'টি ইনস্টিটিউট বাতিল করতে যাচ্ছেন। তার সামগ্রিক কার্যক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ক্ষতির কারণ হবে। সম্মেলনে বলা হয়, যৌথ অনুষদ সভা ও একাডেমী কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত নয় এবং অসম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরী হয়েছে। বিধায় ভর্তির এই নয়া নীতি অবৈধ ও বাতিলযোগ্য। এতে বলা হয়, ভারপ্রাপ্ত ভিসি কলা অনুষদের ডীন থাকাকালীন সময়ে বেআইনী ও অবৈধভাবে ৩৬ জন দলীয় ক্যাডার ভর্তির চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে দুর্নীতিপূর্ণ নয়া ভর্তি নীতি প্রবর্তন করেছেন। বিভাগ ভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতির নানাবিধ সমস্যার কথা উল্লেখ করে বলা হয়, এর মাধ্যমে আমরা এ বিশ্ববিদ্যালয় দেশ ও জাতির এত বড় সর্বনাশ হতে দিতে পারি না। '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের মহান স্থপতি শহীদ ডঃ শামসুজ্জোহার স্মরণে নির্মিত হলকে বর্তমান প্রশাসন পুলিশ ব্যারাকে পরিণত করে ডঃ জোহাকে চরম অপমানিত করেছেন। সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পেশ করেন তারেক ফজল। এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর কোরবান আলী, সোহরাব উদ্দীন আহমদ, ডঃ নজরুল ইসলাম, ডঃ ময়েজুল ইসলাম, ডঃ রকীব উদ্দীন, ডঃ এস এ সরকার, আমজাদ হোসেন প্রমুখ।

৩১ সিনেটরের উদ্বেগ

রাজশাহী বিশ্বদ্যিালয়ের ৩১ জন সিনেটর যুক্ত বিবৃতিতে অযোগ্য, দুর্নীতিপরায়ণ ভারপ্রাপ্ত ভিসি আঃ খালেকের অবিলম্বে বরখাস্তের দাবী জানিয়েছেন।

সিনেটরবৃন্দ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, বাকশালীকরণ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় আজ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। দু'মাসের ব্যবধানে এই ভিসি ১০ জন প্রশাসনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষককে অব্যাহতি দিয়েছেন এবং ২০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে গুরুত্বপূর্ণ পদ হতে বদলী করে দলীয় লোককে প্রশাসনিক দায়িত্বে অধিষ্ঠিত করেছেন। দলীয় ক্যাডারদের ভর্তি করার জন্য ভর্তির নয়া নীতি চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যা ছাত্র ও শিক্ষক সমাজ মেনে নেয়নি। ছাত্র ও শিক্ষকদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন স্তব্ধ করতে পুলিশী অভিযান চালাচ্ছেন। দু'শতাধিক ছাত্রকে জেলে ঢুকিয়েছেন। হুলিয়া জারি করেছেন। শতাধিক ছাত্রের নামে প্রতিবাদী শিক্ষকদের হুমকি দিচ্ছেন। পুলিশী-অভিযানে হল প্রায় শূন্য। ক্যাম্পাস পুলিশ-বিডিআর ও গোয়েন্দাদের আবাসস্থলে পরিণত হয়েছে। জোহা হলকে পুলিশ ব্যারাকে পরিণত করা হয়েছে। বিবৃতিতে তারা আঃ খালেকের বরখাস্ত ও অনুষদ ভিত্তিক ভর্তি পদ্ধতি চালুর দাবী জানান। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন, প্রফেসর এম কোরবান আলী, শাহ হাবীবুর রহমান, আখতারুজ্জামান, উমার আলী, জামাল উদ্দীন, সোহরাব উদ্দীন আহমদ, এ কে এম আজহারুল ইসলাম, আবুল হাশিম, ফয়েজ উদ্দীন, রফিকুল ইসলাম খান প্রমুখ।